মা দ ক দ্র ব্য নি য় ন্ত্র ণ অ ধি দ প্ত র

মাসিক বুলেটিন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন | সংখ্যাঃ ষষ্ঠ | বর্ষঃ প্রথম | জুন ২০০৫

অস্ত্র ও হেরোইনসহ গ্রেফতার ৭

গত ১৮ মে রাজধানীর পশ্চিম আগারগাঁও এলাকা থেকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলের একটি বিশেষ টীম ৪০০ পুরিয়া হেরোইনসহ নগরীর শীর্ষ মাদক সম্রাজ্ঞী রিনা আক্তার ওরফে জসিমের মা (৫০) ও তার ৬ সহযোগি সালেহা (৫০), আবদুর রহিম (৩৫), মোঃ বিল্লাল (১৯), শাহীন ওরফে আনোয়ার (৩০), সুলতান (৩৫) ও সোহেল (১৮) কে গ্রেফতার করে। তাদের কাছে পাওয়া গেছে ৫ রাউন্ড তাজা গুলিসহ একটি অত্যাধুনিক বিদেশি রিভলবার। উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া আগারগাঁও বিএনপি বস্তিতে নতুন করে মাদক ব্যবসা শুরু করার জন্যই এই চক্র বেশ কিছুদিন ধরে কাজ করছিল। গত ১৯ মে দ্বিতীয় দফা অভিযানে ধরা পড়ে এই চক্রের হোতারা। ১২৪/১, পশ্চিম আগারগাঁওয়ের সেমিপাকা বাড়িটিতে বসে হেরোইনের প্যাকেট খুলে তার সাথে পাউডার মিশিয়ে তারা পুরিয়া তৈরি করছিল। এই ঘরেই দীর্ঘদিন থেকে হেরোইন ব্যবসা চালিয়ে আসছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উক্ত টীম গোপনে খবর পেয়ে শ্যামলী ২ নম্বর রোডের মাথায় টিনসেড বাড়িটি ঘিরে ফেলে। তখন বেলা পৌনে ১১ টা। তারা এমন কৌশলে অভিযান চালায় যাতে একজনও বের না হতে পারে। কেননা এর দুদিন আগেই এই আস্তানায় অভিযান চালিয়ে কাউকে গ্রেফতারে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সদস্যরা। গ্রেফতারকৃতরা হেরোইন ব্যবসার কাজে অস্ত্রও বহন করত। কেউ তাদের পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ালে তাদের চিরতরে সরিয়ে দিতেও তারা পিছপা হতোনা। এছাড়া মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চল গত ২৭ মে দিবাগত রাত ১০ টায় গুলশানস্থ বিলিয়ার্ড সেন্টার (ডিবিসি ক্লাব) থেকে ১৫৬ ক্যান বিয়ার, ১১০ টি খালি ক্যান, ৩ টি বিলাতি মদের খালি বোতলসহ ক্লাবের ম্যানেজার শাহ আলম জুয়েল (৩৪) ও মোঃ মিঠু (২৩) কে গ্রেফতার করে। অন্যদিকে গত ২৮ মে বিমানবন্দর রেল স্টেশনের চিটাগাং মেইল ট্রেন থেকে ২৬৫ বোতল ফেনসিডিলসহ আলমগীর হোসেন (২৩) কে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত রিনা আক্তার ও তার ৬ সহযোগি

মে মাসের মামলার পরিসংখ্যান

মে/০৫ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ের অপরাধ দমন অভিযান, তল্লাশী, অবৈধ মাদক উদ্ধার ও অপরাধীদের গ্রেফতার কর্মে বেশ তৎপর ছিল। মে/০৫ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ৬৩২ টি এবং আসামীর সংখ্যা ৭১৬ জন। মে মাসে এপ্রিল মাসের তুলনায় মামলার সংখ্যা বেড়েছে ১৮ টি এবং আসামীর সংখ্যা বেড়েছে ৩৮ জন। অধিদপ্তরের মে/০৫ মাসের আলামতভিত্তিক মামলা,আসামী ও উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

মাদকদ্রব্যের নাম	মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	মাদকদ্রব্যের পরিমাণ
হেরোইন	১১১	১৪৫	১.৩২ কেজি
গাঁজা	১৮৪	২১১	১৮৯.২২৬ কেজি
গাঁজা গাছ	৪	৪	১৪৪ টি
অবৈধ চোলাই মদ	১৫০	১৪৬	২৮১৬ লিটার
বিদেশী মদ	২	৩	২.২৫ লিটার
বিদেশী মদ	১৩	১৫	১২৬ বোতল
বিয়ার	২	৩	১৯৭ ক্যান
রেক্টিফাইড স্পিরিট	৬	৫	২০.৫ লিটার
ডিনেচার্ড স্পিরিট	৪	৩	৭৭ লিটার
ফেন্সিডিল	১৩০	১৫১	৩৬৮৯ বোতল
ফেন্সিডিল	১	১	৬৮.৫ লিটার
তাড়ী (টোডি)	১৪	১৪	১১৪৬ লিটার
পেথিডিন	১	৩	৬৯ এ্যাম্পুল
টি.ডি.জেসিক ইঞ্জেকশন	৩	৪	২৬ এ্যাম্পুল
জাওয়া(ওয়াশ)	২	২	৩৫৭১ লিটার
এ্যালকোহল	২	৩	৪.৪ লিটার
বনোজেসিক ইঞ্জেকশন	২	২	১০ এ্যাম্পুল
মুলি	০	০	২০ পিচ
মরফিন সালফেট	১	১	১২.৫ লিটার
নগদ অর্থ	০	০	৭০১০ টাকা
প্রাইভেট কার	০	০	১ টি
সি,এন, জি	০	০	৩ টি
মোবাইল সেট	০	০	৫ টি
চাপাতি	০	০	১ টি
ট্রাক	০	০	১ টি
মোট	৬৩২	৭১৬	

নিরোধ শিক্ষা কার্যক্রম ও মাদকবিরোধী প্রচারাভিযান

মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও মাদকের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ মাদকবিরোধী প্রচারাভিযানের উপর বিশেষ গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা মাঠ পর্যায়ে নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। ২৬ জুন, ২০০৫ মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহন করেছে। নিম্নে মে/০৫ মাসের প্রাপ্ত রিপোর্টের প্রেক্ষিতে নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের একটি বিবরণী তুলে ধরা হলো।

১. শিক্ষাঙ্গন কর্মসূচী - ২৫ টি।
২. মাইকিং- ২৮ টি।
৩. সিডি/সিনেমা স্লাইড প্রদর্শন- ৩৫ টি।
৪. মাদকবিরোধী আলোচনা সভা- ২০ টি।

এছাড়াও উপ-অঞ্চলসমূহ তাদের মাদকবিরোধী প্রচারণা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মাঠ পর্যায়ে পোস্টার, স্টিকার, লিফলেট ইত্যাদি বিতরণ করে থাকে।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন রিপোর্ট

মে/০৫ মাসে ৫ টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ১০২২ জন মাদকাসক্তের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে অন্তঃর্বিভাগে ২১৫ জন চিকিৎসা সেবা এবং বহিঃর্বিভাগে ৮০৮ জন চিকিৎসা সেবা সম্পর্কে পরামর্শ ও ফলোআপ সেবা প্রাপ্ত হয়। নিম্নে এপ্রিল মাসে সরকারীভাবে প্রদত্ত চিকিৎসা সেবার একটি সারণি উপস্থাপন করা হলো ।

কেন্দ্রের নাম	অন্তঃ র্বিভাগ	বহিঃ র্বিভাগ	মোট	নতুন	পুরাতন
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা	৮৭	৪৪৬	৫৩৩	১৪০	৩৯৩
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী	১	১৯	১৯	৪	১৫
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, যশোর	২৪	২৫৫	২৭৯	১৭৪	১০৫
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, কুমিল্লা	৯৭	৭৮	১৭৫	২৮	১৪৭
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	৬	১০	১৬	১৬	০

সম্পাদকের কথা

বর্তমান বিশ্বের একটি মারাত্মক সমস্যা হচ্ছে মাদকের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার। মাদকের অপব্যবহারের ফলেই অনেক সম্ভাবনাময় সুন্দর জীবন অকালে ঝরে যাচ্ছে। অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে মাদক পাচারের সাথে জড়িয়ে পড়ছে মহিলারা। সমাজের অসহায়, অত্যাচারিত, অবহেলিত, প্রতারিত ও ভাগ্যবঞ্চিত মহিলারা জীবনের তাগিদে এ ব্যবসার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। এটা আমাদের দেশের মত উন্নয়নশীল দেশের জন্য সত্যিই হতাশাজনক। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি মহিলাদের অবদান অনস্বীকার্য। আধুনিক বিশ্বায়নের যুগে দেশের মানব সম্পদ উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়নের জন্য নারী সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন নারীদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। সমাজের প্রত্যেকটি নারী যার যার যোগ্যতা অনুযায়ী জাতি গঠনে অবদান রাখতে পারে। কিন্তু তারা যদি মাদক ব্যবসা বা পাচারের সাথে জড়িয়ে পড়ে তা একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য অবশ্যই অন্তরায়। তাই জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই নারীদেরকে সুস্থ জীবনের নিরাপত্তা বিধানের মাধ্যমে জাতি গঠনে তাদের অবদানকে কাজে লাগাতে হবে। নতুবা এসমস্যা আরো তীব্র থেকে তীব্রতর আকারে দেখা দিবে।

-নিরোধ শিক্ষা অধিশাখা

আইন-আদালত

মে/০ মাসে মোট ৩৯৬ টি মামলা নিস্পত্তি হয়। এর মধ্যে সাজা প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা ১৯৮ টি, খালাস প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা ১৮৫ টি এবং অন্যান্যভাবে নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ১৩ টি। সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা ২১৫ জন এবং খালাসপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা ২০০ জন। মে/০৫ মাস পর্যন্ত অনিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ২৭১৮৮ টি ।

ক্রঃ নং	উপ-অঞ্চলের নাম	সাজপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা	খালাসপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	খালাসপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা	মে/০৫ পর্যন্ত অনিস্পত্তিকৃত মামলা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৪৭	৫৩	১৩	১৯	৪২৪১
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৮	১০	৬	১৩	২৫২১
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	২	২	৭	৭	১৮০৭
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	১২	২	২৯	৮	৪১৭
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	১	১	৫	৭	৪৩৪
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	৩	৫	২	২	৩৭৩
৭	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	২	২	০	০	০
৮	চট্টগ্রাম-মেট্রো উপ-অঞ্চল	১৫	১৭	৮	১০	২১৯১
৯	চট্টগ্রাম উপ-অঞ্চল	০	০	০	০	৬৫১
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	০	০	০	০	৩৪২
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	০	০	০	০	১৩৭৫
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	৩	৫	০	০	৫০১
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	০	০	০	০	১২০
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	০	০	০	০	৪
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	০	০	০	০	৫৭
১৬	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	৬৭	৮১	৬৬	৭৬	২৫৪
১৭	সিলেট উপ-অঞ্চল	৫	৫	১১	১১	১৯৪৪
১৮	খুলনা উপ-অঞ্চল	২	৩	৮	৯	৬৪৬
১৯	যশোর উপ-অঞ্চল	৬	৬	৭	৮	৮৪২
২০	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	৪	৫	০	০	৬৩৮
২১	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	০	০	০	০	৬৫
২২	বরিশাল উপ-অঞ্চল	১	১	২	৪	২২৫
২৩	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	০	০	১	১	৫৮
২৪	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	২	২	৯	৯	২৫৩৭
২৫	পাবনা উপ-অঞ্চল	২	২	২	২	১২১৪
২৬	বগুড়া উপ-অঞ্চল	২	২	২	২	৯৬৫
২৭	রংপুর উপ-অঞ্চল	৩	৩	৪	৫	১৩২০
২৮	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	১১	৮	৩	৭	১২২৮
২৯	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	০	০	০	০	২০৯
	সর্বমোটঃ	১৯৮	২১৫	১৮৫	২০০	২৭১৮৮

টেকনাফ ও মোহাম্মদপুরে বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চলের একটি রেইডিং টীম গত ১৮ মে রাত ১০ ঘটিকায় ঢাকা শহরের মোহাম্মদপুর *থানাধীন ৪১/৫জহুরী মহল্লা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ও ২৮/৩ বাবর রোড এলাকায় পৃথক* পৃথক অভিযান চালিয়ে রানু বেগম(৩৮), শামসুন্নাহার(৫৫) ও নাজমা বেগম(৩৬) এর দখলাধীন বসতঘর হতে ১১(এগার) কেজি গাঁজা ও গাঁজা বিক্রীত পাঁচ হাজার চারশত টাকা উদ্ধারপূর্বক তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে মোহাম্মদপুর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। অন্যদিকে গত ২৬ এপ্রিল টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের রামু সার্কেল টেকনাফ পৌরসভার পুরান পল্লান পাড়ার মোঃ জাহেদ হোসেনের বাড়ীতে অভিযান চালিয়ে ৩৮০ পিস বোবরিও মরফিন নামক ভারতীয় মাদকদ্রব্য উদ্ধার করে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের রামু সার্কেল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে মোঃ জাহেদের আলমিরার ভেতর থেকে ১ টি সিনথেটিক ব্যাগে রক্ষিত বোবরিও মরফিন ইনজেকশন নামক ৩৮০ পিস মাদকদ্রব্য উদ্ধার করে।

চট্টগ্রামে 'মাদকের অপব্যবহার প্রতিরোধে শিক্ষকের ভূমিকা' শীর্ষক কর্মশালা

গত ২৫ মে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম মেট্রো-উপ অঞ্চলের উদ্যোগে এবং বেসরকারী উন্নয়ন সংগঠন থিয়েটার এন্ড আর্টস ফর লেস ফরচুনেট (টালফ)-এর সার্বিক সহযোগিতায় মাদকদ্রব্যের কুফল সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতনতা সৃষ্টিতে শিক্ষকদের ভূমিকা শীর্ষক এক কর্মশালা এবং মত বিনিময় সভা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম মেট্রো উপ-অঞ্চলের উপ-পরিচালকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম মেট্রো উপ-অঞ্চলের উপ-পরিচালক এ.কে.এম দানিশ। কর্মশালায় মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন টালফ এর প্রধান নির্বাহী নুর নবী দুলাল। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চলের উপ-পরিচালক কাজী শফিউল আলম। অনুষ্ঠানের ২য় পর্যায়ে টালফ এর সৌজন্যে মাদকবিরোধী স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'চোখ মেলে চাও' প্রদর্শন করা হয়। মতবিনিময় সভা শেষে টালফ-এর প্রধান নির্বাহী নুর নবী দুলাল সম্প্রতি টালফ কর্তৃক প্রকাশিত চট্টগ্রামের নিয়মিত মাদকসেবীদের উপর জরিপের বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ করেন। উক্ত কর্মশালায় চট্টগ্রামের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত কর্মশালা ও মত বিনিময় সভার একাংশ।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-অঞ্চল ও গোয়েন্দা অঞ্চলভিত্তিক মে/৫ মাসের মামলার পরিসংখ্যাণঃ

ক্র/নং	উপ-অঞ্চলের নাম	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৮৮	১০২
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৩৮	৪৭
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	৩৪	৩৮
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	১৮	১৭
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	৮	৮
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	৯	১০
৭	চট্টগ্রাম-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৪১	৩৪
৮	চট্টগ্রাম উপ-অঞ্চল	৯	৮
৯	সিলেট উপ-অঞ্চল	৩৬	৩৯
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	১১	১১
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	২৭	৩০
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	৭	৭
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	১	১
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	২	০
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	৩	৩
১৬	খুলনা উপ-অঞ্চল	৩২	৩৬
১৭	যশোর উপ-অঞ্চল	৩৫	৪৪
১৮	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	১৬	১৬
১৯	বরিশাল উপ-অঞ্চল	৪	৪
২০	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	৩	২
২১	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	৭৩	৯৬
২২	পাবনা উপ-অঞ্চল	২১	২১
২৩	বগুড়া উপ-অঞ্চল	১৮	১৮
২৪	রংপুর উপ-অঞ্চল	৩৯	৪৫
২৫	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	২২	৩০
২৬	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	১৪	২৪
২৭	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	৬	৭
২৮	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	১১	১২
২৯	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	৬	৬
	সর্বমোটঃ	৬৩২	৭১৬

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।